তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১০ বছরে অনেক এগিয়ে

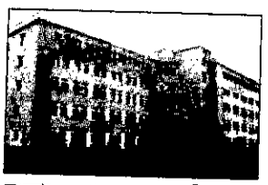

আনন্দ-উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

■ **হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস**

দেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত হযরত শাহজালাল (রঃ), শাহপরান (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেট। এর পরতে পরতে সৌন্দর্য্য ও অপার পর্যটন-সম্ভাবনা হাতছানি দেয়। এর মধ্যেই সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক অনন্য সংযোজন। গত ১০ বছরে সিলেটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়ে গেছে এবং সুনামও কুড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গত বুধবার দেশের ১৯ জন শিক্ষককে অষ্টম এওয়ার্ড প্রদান করেছে। এর মধ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মাছুদুর রহমানও রয়েছেন। শিক্ষকরা ওসমানী মিলনায়তনে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের কাছ থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা গ্রহণ করেন। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দেশকে কিছু দেয়ার জন্য নিবেদিত-বললেন ভিসি প্রফেসার মো. গোলাম শাহী আলম। ভিসি বলেন, 'আমরা সাফল্যের ধাপ অতিক্রম করছি।' সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথমবারে মত বায়োটেকনোলজি ও জেনেটেক্ ইঞ্জিনিয়ারিং পূর্ণাঙ্গ অনুষদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

২০০৬ সালের ২ নভেম্বর শীতের আগমনীতে তৎকালীন সিলেট সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। এইদিন সিলেটের শিক্ষার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। দেশের চতুর্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ১০ বছরে পা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। এ উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সিকৃবি উদযাপন কমিটি।

ছোট ছোট টিলাবেষ্টিত ৫০ একরের উপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি শিক্ষার্থীদের প্রাণ ভরে আহ্বান জানায় জ্ঞান অর্জনের জন্য। ক্যাম্পাসের মনোরম পরিবেশ ও আশাপাশের সবুজে শিক্ষার্থীদের উচ্ছলতায় নয়ন ও মন জুড়ায়। সিলেট বিভাগের লক্ষাধিক একর জমি, হাওর, টিলা ও সমতল ভূমিকে ব্যবহার করে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই যাত্রা শুরু হয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। শুরুতে কেবলমাত্র একটি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সময়ের সাথে সাথে কৃষি, মাৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ চালু হয়। বাংলাদেশ তথা হাওর অঞ্চলের কথা চিন্তা করে রয়েছে দুটি বিশেষায়িত বিভাগ- (১) হাওর এগ্রিকালচার এবং (২) কোস্টাল ও মেরিন সায়েন্স।

স্বল্প জায়গার মধ্যে রয়েছে ৪টি একাডেমিক ভবন, ৬টি আবাসিক হল, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি, মিলনায়তন, উপাচার্য বাসভবন, ক্যাফেটেরিয়া, ব্যাংক, টিচার্স কোয়ার্টার, কর্মকর্তা কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার, ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রভৃতি। নির্মাণাধীন আছে নতুন উপাচার্য বাসভবন, ছাত্র হল, শহীদ মিনার, লাইব্রেরী ভবন, ভেটেরিনারী ক্লিনিক, একাডেমিক ভবন, ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন, শিক্ষক কর্মকর্তা কোয়ার্টার, খামারবাড়ি, নতুন রাস্তা।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যাও রয়েছে অনেক। শিক্ষকের অপ্রতুলতা রয়েছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লাস নিয়মিত হয় না- অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। রয়েছে আবাসন সমস্যা, নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের অভাব, ডাইনিংয়ে সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোনো খেলার মাঠ বা আধুনিক অডিটোরিয়াম। শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য তিনটি বাস থাকলেও সংস্কারের অভাবে প্রায় সময়ই চলাচল বন্ধ থাকে, যার ফলে শহর থেকে আগত শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সকল সমস্যার সমস্যা হচ্ছে গবেষণার জন্য জায়গার অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০ একর। এর মধ্যে বেশিরভাগই টিলা। তবে আশার কথা হচ্ছে— খাদিম নগর বাইপাস সংলগ্ন ১২ দশমিক ৩ একর জমি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণ করেছে। আরো ১৫ একর জমি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ জমি বহিঃক্যাম্পাস গবেষণার জমি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

সমস্যার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে। ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্ক, সেশনজট মুক্ত, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, প্রশাসনের আন্তরিকতা, হরতাল অবরোধের মধ্যেও ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব মহলে প্রশংসিত বিশ্ববিদ্যালয়। আশার আলো দেখাচ্ছেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শহীদুল ইসলাম 'ইত্তেফাক'কে বলেন, তিনি উদ্ভাবন করেছেন গ্রীষ্মকালীন সিম ১, ২। যার ফলে এখন সিম গ্রীষ্মেও পাওয়া যায়। তাছাড়া ফসলের আগাছা দমন, সরিষার জাত উদ্ভাবন, আইড় মাছের কৃত্রিম প্রজনন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলছে। শিগগীরই এসকল গবেষণা সাফল্যের মুখ দেখবে। এছাড়া, অনেক শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সাফল্যের সাথে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রাণিবিজ্ঞানী ভিসি অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ গোলাম শাহী আলম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েব বলেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সিলেট নয়, দেশের কৃষির অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখছে।

১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী:

শনিবার ১০ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল ৯ টায় ক্যাম্পাস থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। পরে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিকালে আলোচনাসভা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর গোলাম শাহী আলম। অনুষ্ঠানকে ঘিরে সিকৃবিতে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের বন্যা বইছে। আজ রবিবার বিকালে ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যায় কনসার্ট।